তথ্যপঞ্জি

সংকলন : অশোককুমার রায়

জীবনপঞ্জি :

১৮২০	২৬ সেপ্টেম্বর (বাংলা ১২ আশ্বিন, ১২২৭) মঙ্গলবার তৎকালীন হুগলি জেলার (বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের) ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম। তাঁর প্রপিতামহের নাম ছিল ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের তৃতীয় পুত্র ছিলেন রামজয় তর্কভূষণ। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা। তাঁর মায়ের নাম ভগবতী দেবী। রামজয়ের পৈতৃক গৃহ ছিল হুগলী জেলার বনমালীপুর গ্রামে।
১৮২৫-২৭	পাঁচ বছর বয়সে বীরসিংহের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় লেখা-পড়া শুরু করেন এবং একাদিক্রমে তিন বছরে চার বছরের পাঠ সাঙ্গ করেন।
১৮২৮	পিতার সঙ্গে পদব্রজে উচ্চশিক্ষা লাভার্থে কলকাতায় আসেন।
১.৬.১৮২৯	কলিকাতার রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন।
১৮৩০	মার্চ মাস থেকে ৫ টাকা করে বৃত্তি লাভ করেন।
১৮৩১	এগারো বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন সংস্কার হয়।
১৮৩৪	ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবেশ।
২২.৪.১৮৩৯	হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা দান। ন্যায় শ্রেণীতে ভর্তি। পড়তে হয়েছে ভাষা, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, ন্যায়।
১৫.৫.১৮৩৯	পঠদ্দশায় ল-পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে হিন্দু ল কমিটি কর্তৃক প্রশংসাপত্র লাভ।
১৮৪০-৪১	১লা ডিসেম্বর গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে বারো বছর পাঁচ মাস অধ্যয়নান্তে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ। ২৯ ডিসেম্বর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এ সময় থেকে বিদ্যাসাগর রীতিমতো ইংরেজি শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।
১৮৪৪	বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পরিদর্শনকালে কলেজের প্রধান মার্শাল সাহেব তাঁর সঙ্গে তরুণ শিক্ষক বিদ্যাসাগরের পরিচয় করিয়ে দেন। ঐ সাক্ষাৎকারে বিদ্যাসাগরের পরামর্শে হার্ডিঞ্জ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ১০১টি বাংলা বিদ্যালয় খোলার নির্দেশ দেন।

১৮৪৬ ৬ এপ্রিল : সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে যোগদান করেন। যোগ দিয়েই কলেজের পাঠক্রম ও পাঠন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাঁধে।

১৮৪৭ সংস্কৃত মুদ্রণ যন্ত্র ও প্রেস ডিপোজিটারির প্রতিষ্ঠা বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। হিন্দী বেতাল পৈঁচিশির অনুসরণে *বেতাল পঞ্চবিংশতি* গ্রন্থ রচনা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শালের পরামর্শে কলেজ ছাত্রদের জন্য তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। এই *বেতাল পঞ্চবিংশতি*-র ভাষা বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম বাতিঘর। মার্শালের নির্দেশেই তিনি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* সংস্কৃত মুদ্রণ যন্ত্র থেকে প্রকাশিত প্রথম পুস্তক। গ্রন্থটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য ছিল। ১৬ই জুলাই, ১৮৪৭ : সংস্কৃত কলেজের সহ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে মতান্তর।

১৮৪৮ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য *বাঙ্গালার ইতিহাস* (মার্সম্যানের গ্রন্থের অনুবাদ) রচনা।

১৮৪৯ ১লা মার্চ : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের 'হেড রাইটার ও ট্রেজারার' পদে যোগদান। চেম্বার্স ও অন্যান্য জীবনী থেকে সেপ্টেম্বর মাসে *জীবনচরিত* গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ। এই গ্রন্থে যাঁদের জীবনী লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞান সাধক কোপর্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হর্শেল প্রভৃতি।

১৮৫০ বেথুন প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক ও সংগঠক। ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত) বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ড: মোয়াটের অনুরোধে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে যোগদান। ১৬ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর রচিত রিপোর্টে সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন এবং পাঠ্যক্রমের সংস্কার সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন।

১৮৫১ ৫ই জানুয়ারি : সংস্কৃত কলেজে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে সর্বাত্মক ক্ষমতা দেন তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য।

১৮৫৩ বীরসিংহ গ্রামে নিজ ব্যয়ে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন। শ্রমজীবী বালকদের জন্য স্বতন্ত্র সান্ধ্য বিদ্যালয়। বালিকাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন।

১৮৫৪ বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শিক্ষা পরিষদের কাছে বিস্তৃত নোট দেন।

১৮৫৫ বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটির সদস্য, সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতার সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক; সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক পরিশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন। বিধবা বিবাহ আইনসম্মত করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন। বহু বিবাহ রহিত করার আবেদন।

১৮৫৬ ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ; বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত শ্রম ও সাধনার ফল লাভ। ৭ ডিসেম্বর : প্রথম বিধবা বিবাহ তাঁরই আয়োজনে; দ্বিতীয় বিবাহও। ১২ ডিসেম্বর : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বিদ্যাসাগরকে 'ফাউন্ডার ফেলো' রূপে গ্রহণ করা হয় গভর্নর জেনারেলের নির্দেশে।

১৮৫৭ বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় ৯টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। অধ্যক্ষ পদ ত্যাগের ইচ্ছা। এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য ছোটলাট হ্যালিডের কাছে প্রস্তাব। নীতিগতভাবে সরকার রাজি হন।

১৮৫৮ জানুয়ারি-মে আরও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন প্রথমে ২৭টি, পরে ৪টি। শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ ইয়ং-এর সঙ্গে মতান্তর। শিক্ষানীতির পরিবর্তিত রূপে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮। তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক মনোনীত হয়ে দেশহিতৈষণার কাজে যুক্ত।

১৮৫৯ ১লা এপ্রিল কান্দিতে (মুর্শিদাবাদ জেলা) ইংরেজি বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। মে মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় সম্পাদকের পদত্যাগ করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর গণশিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারী অনুদানের জন্য আবেদন করেন।

১৮৬০ সরকারের সঙ্গে শিক্ষা সংস্কারে মতানৈক্য হেতু বোর্ড অব্ এগজামিনারস-এর সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

১৮৬১ সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত-কে সম্পাদক মনোনীত করে পত্রিকাটিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন এবং ট্রাস্ট কমিটির হাতে অর্পণ করেন। কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের পরিচালন কমিটির মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে নতুন কমিটিতে বিদ্যাসাগর সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেন।

১৮৬২-৬৩ পরে যথেষ্ট সময় দিতে না পারায় মধুসূদনের স্থলে কৃষ্ণদাস পালকে *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত করেন বিদ্যাসাগর। নভেম্বর মাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শক পদে নিয়োগ করেন সরকার থেকে।

১৮৬৪ কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল-এর নাম পরিবর্তিত হয় 'কলিকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন' নামে। লন্ডন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত। জার্মান ওরিয়েন্টালিস্ট সোসাইটির সাম্মানিক সদস্য নির্বাচিত। জার্মানীর ও ইংলন্ডের পত্রিকায় তাঁর গ্রন্থগুলির আলোচনা প্রকাশিত হয়।

১৮৬৫ ১১ই জানুয়ারি, ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শক হিসাবে প্রথম রিপোর্ট পেশ করেন।

১৮৬৬ বহুবিবাহ প্রথা রহিত করার জন্য গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন।

১৮৬৭ জুলাই, তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার সঙ্গে গোপাল চন্দ্র সমাজপতির বিবাহ হয়।

১৮৬৬-৬৭ দক্ষিণবঙ্গে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাঁর গ্রাম বীরসিংহে অন্নছত্র খুলে দেন বিদ্যাসাগর। ক্ষুধিত ও আর্তমানুষদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি ও তাঁর জননী ভগবতী দেবী। উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করে ফেরার পথে গাড়ি উল্টে পড়ে গিয়ে মারাত্মক আঘাত পান পেটে ও মাথায়।

১৮৬৮ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সকল সমাজ কল্যাণ ও সংস্কারের কাজে সমর্থক সঙ্গী মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের অকাল প্রয়াণে মর্মাহতা।

১৮৬৯ জানুয়ারি বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এই পদে ছিলেন। বর্ধমানে ম্যালেরিয়া মহামারী হয়ে দেখা দিলে বিদ্যাসাগর আর্ত মানুষের সেবায় দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে দিলেন। নিজে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বসলেন পীড়িতের সেবায়। এই সময়ে শেক্সপীয়রের একটি নাটক অবলম্বনে রচনা করেন *ভ্রান্তিবিলাস*। এই বছরই তাঁর জীবনে একটি বিপর্যয়। অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও বেদনার্ত মন নিয়ে তিনি গ্রাম বীরসিংহ চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেন। পরবর্তী বাইশ বছরে আর কখনো গ্রামে যান নি।

১৮৭০ ১১ই আগস্ট একমাত্র পুত্র ২২ বছর বয়স্ক নারায়ণ চন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪ বছর বয়স্কা বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিবাহ হয় কলকাতার বাড়িতে। পরিবারের কেউ-ই যোগ দেন নি। তিনি একাই বিবাহকার্য সম্পাদন করেন।

১৮৭১ ১২ই এপ্রিল কাশীতে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়।

১৮৭১-৭২ এই সময় তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির দরুণ, জল হাওয়া পরিবর্তনের জন্য। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কার্মাটারে (অধুনা বিদ্যাসাগর স্টেশন) একটি বাগানবাড়ি ক্রয় করেন (১৮৭১) এবং কিছুদিন স্বাস্থোদ্ধারার্থে বসবাস করেন। দরিদ্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। (১৮৭২)।

১৮৭২ ১৫ই জুন বিদ্যাসাগরেরই প্রাণপণ চেষ্টায় বিধবাদের সাহায্যার্থে 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৩ জানুয়ারি, মেট্রোপলিটান কলেজ (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রতিষ্ঠা হয়। ১৬ই আগস্ট। বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক অভিনয় দিয়ে। বিদ্যাসাগর এই থিয়েটারের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন।

১৮৭৪ ফার্স্ট আর্টস্ (এখনকার উচ্চমাধ্যমিক) পরীক্ষায় মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের আশাতীত সাফল্য। ভারতবর্ষের প্রথম বেসরকারি কলেজ যেখানে কোনো

ইংরেজ শিক্ষক ছিল না, সরকারি সহায়তাও ছিল না। পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ।

১৮৭৫ ৩১ মে, সম্পত্তির উইল তৈরি করলেন। উইলের দ্বারা সম্পত্তির অর্জিত অর্থ তিনি ৪৫ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দিলেন; এ কাজের ভার দিলেন ৩ জন কার্যদর্শীর হাতে। পুত্র নারায়ণ চন্দ্রকে 'যথোচ্ছারী ও দুর্নীতিপরায়ণ বর্ণনা করে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। ১৩ জুলাই তৃতীয় কন্যা বিনোদিনী দেবীর বিবাহ দেন।

১৮৭৬ পিতার অনুমতি নিয়ে কলকাতার বাদুড়বাগানে ২৫, বৃন্দাবন মল্লিক লেনে দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করেন। ১২ এপ্রিল, ১৮৭৬ পিতার কাশীতে প্রয়াণ ঘটে। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬ 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড' সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ।

১৮৭৭ জানুয়ারি, বাদুড় বাগানে নবনির্মিত ভবনে বাসারম্ভ। এপ্রিলে গোপাললাল ঠাকুরের বাসভবনে ধনী পরিবারের ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ছাত্র বেতন মাসিক পঞ্চাশ টাকা। তৃতীয় জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীকে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের সম্পাদক ও কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ। দিল্লীর দরবারে ভারত সরকারের কাছ থেকে (লর্ড লিটন স্বাক্ষরিত) প্রশংসাপত্র লাভ। কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবীর (এপ্রিল, ১৮৭৭) বিবাহ।

১৮৭৯ মেট্রোপলিটন কলেজ ১ম শ্রেণিতে উন্নীত হয়।

১৮৮০ সি.আই.ই. খেতাব লাভ ১লা জানুয়ারি।

১৮৮২ ৫ই আগস্ট, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর বাদুর বাগানের বাড়িতে আসেন। মেট্রোপলিটন কলেজে ল কোর্স পড়ানো শুরু হয়।

১৮৮৩ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন।

১৮৮৪ নভেম্বর মাসে কানপুরে বেড়াতে যান এবং সেখানে কিছুদিন থাকেন।

১৮৮৫ মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের বহু বাজার শাখা খোলা হয়।

১৮৮৮ ১৩ই আগস্ট স্ত্রী দীনময়ী দেবীর মৃত্যু হয়।

১৮৯০ জামাতা বীরসিংহ গ্রামে ভগবতী দেবীর নামে 'ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন।

১৮৯১ ২৮ শে জুলাই রাত ২ টো বেজে ১৮ মিনিটে মহাপ্রয়াণ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর ১০ মাস ৩ দিন। ৩০ শে জুলাই সূর্যোদয়ের প্রাক মুহূর্তে অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয় কলকাতার নিমতলা মহাশ্মশানে।